দৈনিক সংবাদ

তারিখ 11 FEB 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

C46

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে

আমরা নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার তুমিলিয়া ইউনিয়নের নিম্নে উল্লিখিত বিদ্যালয় প্রধানগণ এই মর্মে আকুল আবেদন জানিয়েছি যে, আমাদের পার্শ্ববর্তী মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র কালীগঞ্জকে নির্ধারণ করা হউক। যদিও রূপগঞ্জ উপজেলাধীন মুড়াপাড়া কেন্দ্র অত্র এলাকার বিদ্যালয়গুলির আওতাধীন তবুও নিকটবর্তী কেন্দ্র কালীগঞ্জ। ইতিমধ্যে বোর্ড কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমাদের কেন্দ্র মুড়াপাড়ায় স্থানারিত করার ফলে আমরা বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতেছি। মুড়াপাড়া কেন্দ্রটি বিদ্যালয়গুলি হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। অন্যদিকে কালীগঞ্জ কেন্দ্রটি উল্লিখিত বিদ্যালয়গুলি হইতে মাত্র অর্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। ছাত্র-ছাত্রীদের দুরবস্থার কথা চিন্তা করিয়াই বোর্ড কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে বিগত বছরগুলোতে কালিগঞ্জ কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য অনুমতি প্রদান করেন। যদি এই বৎসর ছাত্র-ছাত্রীদের মুড়াপাড়ায় পরীক্ষার জন্য বাধ্য করা হয় তবে দরিদ্র কৃষক এলাকাবাসীদের অহেতুক আর্থিক হয়রানি হইতে হইবে এবং বহু ছাত্র-ছাত্রীর আর্থিক অসুবিধার জন্য ও ছাত্রীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা অনিশ্চিত হইয়া পড়িবে এবং পরিণতিতে অত্র অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলি ছাত্র-ছাত্রী শূন্য অবস্থায় বিরাজ করিবে।

আমাদের এই এলাকাটি রূপগঞ্জ উপজেলা হইতে কালিগঞ্জ উপজেলার সাথে সংযুক্ত করার জন্য সরকারীভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে। বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলাম শিগগিরই তুমিলিয়া ও নাগরী ইউনিয়ন কালীগঞ্জ উপজেলার সাথে সংযুক্ত করা হইবে। এলাকাবাসীরও দীর্ঘদিনের দাবী কালীগঞ্জ উপজেলা এলাকাধীন অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য। উক্ত দাবীটিও সরকারীভাবে গৃহীত হইয়াছে।

বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামোর মূল কথা হইল এলাকাবাসীর সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা। যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ বাড়ীতে অবস্থান করিয়া কালীগঞ্জ পরীক্ষা কেন্দ্রে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে সেখানে প্রায় ২০ মাইল দূরে পরীক্ষা কেন্দ্রে অংশগ্রহণ করা যে কতটুকু দুঃসাধ্য ব্যাপার তা আশা করি কর্তৃপক্ষ বুঝবেন। অতএব বিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া অত্র এলাকার অভিভাবকদের আর্থিক হয়রানি হইতে রেহাই পাওয়ার নিমিত্তে ও ছাত্র-ছাত্রীদের থাকা-খাওয়ার দুরবস্থা বিবেচনা করিয়া আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র কালীগঞ্জ কেন্দ্রে পুনর্বহালের জন্য একান্তভাবে অনুরোধ করিতেছি।

১। আলাউদ্দিন আহমেদ,
প্রধান শিক্ষক,
বোয়ালী উচ্চ বিদ্যালয়,
২। শিশুরঞ্জন বণিক
ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক
বোয়ালী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
৩। সিষ্টার মারী সেলিন
প্রধান শিক্ষয়িত্রী, সেন্ট
নেটীস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খোলা প্রসঙ্গে

অনেক দেরীতে হলেও অবশেষে একটু আশার বাণী শুনতে পেলাম। কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী খুলবে এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৮টায় হলসমূহ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে খুলে দেয়া হবে। শর্তসমূহের মধ্যে প্রধান হলো হলে অবস্থানকারী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ৬ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৬টার মধ্যে হল ত্যাগ করতে হবে এবং ১৯৮৬ সালের ২৬শে নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত ছাত্র সংঘর্ষের জন্যে অভিযুক্ত ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে। হলে অবস্থানরত ছাত্র-ছাত্রীরা যদি হল ত্যাগ করে তবে ৬ই থেকে ১৬ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে বা তার পরে অন্য কোন সশস্ত্র ব্যক্তি বা দল হলে প্রবেশ করবে না, এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কতটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারেন? আর যেন কেউ অস্ত্র নিয়ে হলে ঢুকতে না পারে সে জন্য কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা নিয়েছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। কর্তৃপক্ষের গাফিলতির দরুন আবার যদি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায় তবে আমার মত সাধারণ ছাত্রদের দুর্ভোগের অন্ত থাকবে না। আমরা শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ চাই, লেখা পড়া করতে চাই, সময় মত পরীক্ষা দিতে চাই। তাই কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ, এ ব্যাপারে প্রয়োজনবোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাহায্য নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

নারায়ণ চন্দ্র দাস
পদার্থবিদ্যা বিভাগ, চঃবিঃ।